আজকের কাগজ

তারিখ 19 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সভ্যতা বিকাশে লাইব্রেরীর গুরুত্ব

লাইব্রেরী হচ্ছে সভ্যতার ধারক ও বাহক। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষের জ্ঞান অন্বেষণ ক্রিয়া শুরু হয়। এই জ্ঞান অন্বেষণের সাথে সাথে তা অন্যের মাঝে বিতরণ করার প্রচেষ্টাও শুরু হয়। সেই থেকেই বিভিন্নভাবে আকার ইঙ্গিতে, রেখার-অক্ষরে, চিত্রে বা ছবিতে মানব ঘটিত ইতিহাসের নানা স্রোতে বয়ে চলতে লাগল জ্ঞান বিতরণ ও পরিবেশনের কাজ। এভাবে ক্রমেই গড়ে উঠল মাটিতে ও পাথরে লেখা নানা বাহিনী, তালপাতা ও তাম্রফলক লেখা, অসংখ্য পুঁথি পত্তর এবং পরে ছাপার অক্ষরে কাগজের বই। পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন যে লেখাটির সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটি লেখা হয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। এসব জ্ঞান বিতরণের উপকরণ যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে। অধিক সংখ্যক লাইব্রেরীর অভাবে কালের স্রোতে এরূপ বহু সভ্যতাই বিলীন হয়ে গেছে।

প্রাচীন সভ্যতার কথা এলেই প্রথমে সুমেরীয় সভ্যতার কথা বলতে হয়। দক্ষিণ ইরাকে টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর মাঝখানে গড়ে ওঠেছিল এই প্রাচীন সভ্যতা আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে। সুমেরীয় সভ্যতার বড় কৃতিত্ব হচ্ছে লিপি আবিষ্কার। সুমেরীয়গণ ২৭০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিল। এমন একটি লাইব্রেরীর নাম তেল্লো। শোনে অবাক হতে হয় যে, তেল্লো। গ্রন্থাগারে ত্রিশ হাজার মাটির বই (চাকতি) সংগৃহীত হয়। আসিরীয় রাজা আসুরবানী পালের (৬৬৯-৬২৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) মস্ত বড় লাইব্রেরী ছিল, সেটিতে ২০ হাজার বই সংরক্ষিত ছিল।

ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিস নদীর ধারে যেমন, সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠেছিল, নীল নদের অববাহিকাতেও তেমন গড়ে ওঠেছিল মিশরীয় সভ্যতা। যীশু খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার দু'শ বছর আগে মিসরের রাজা নারমার প্রথম রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মিসরের রাজাদের বলা হতো ফেরো। এই ফেরোদের আমলে সভ্যতার বেশ উন্নতি হয়েছিল। মনের কথা ব্যক্ত করবার জন্যে মিশরীয়রা নিজেদের লিপি হাইয়ারো গ্রাফিক আবিষ্কার করে। লেখার জন্যে বিশেষ রকমের কালিও তৈরি করেছিল তারা।

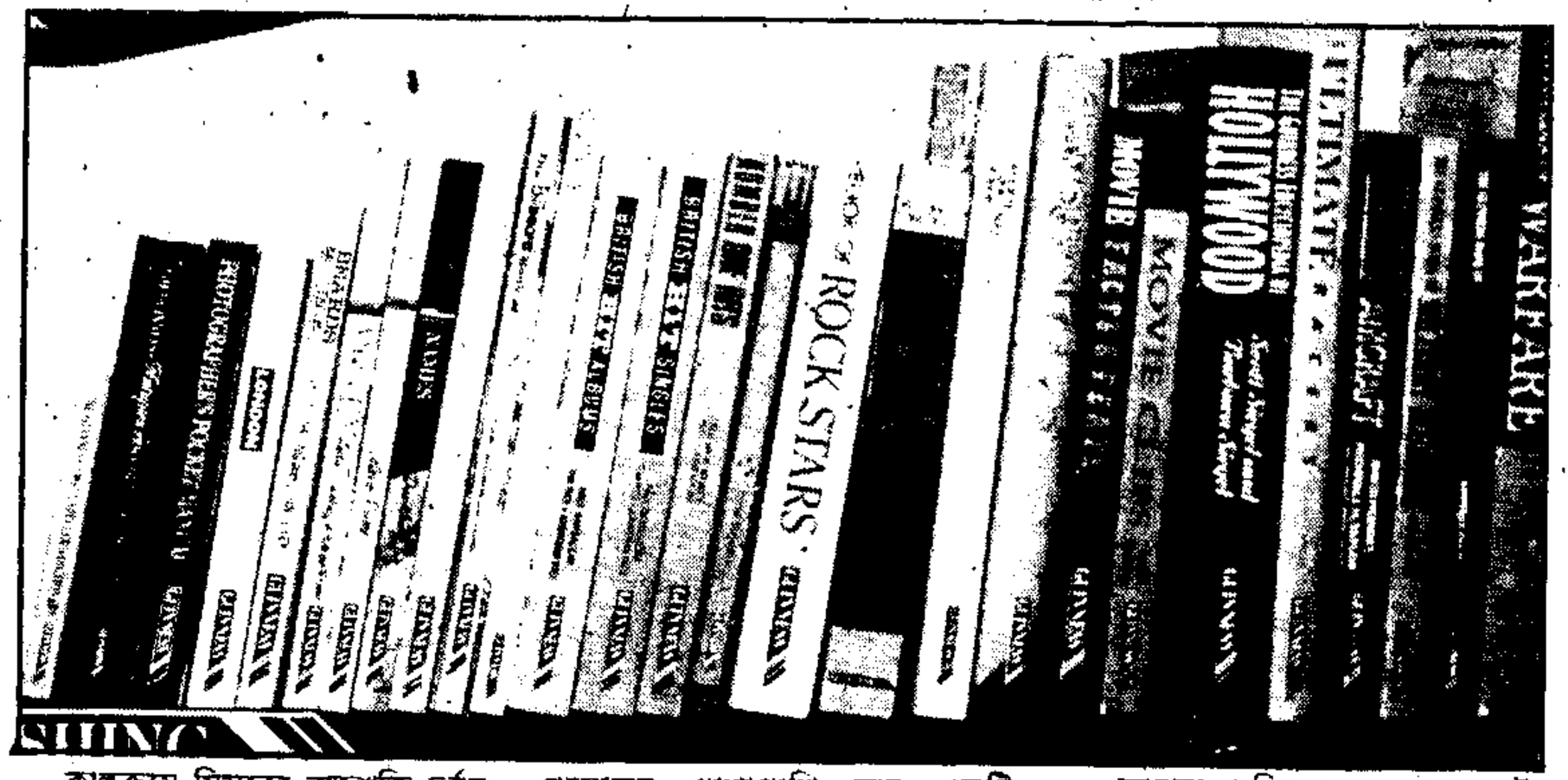

কালক্রমে মিসরের রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে পারস্য সম্রাট কাম্বিসিজ মিশর জয় করে নেন। তারপর গ্রীকবীর আলেকজান্ডার মিসর ও পারস্য জয় করে উত্তর মিসরে আলোকজান্দ্রিয়া শহর স্থাপন করেন। সেই সময়ই পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম জ্ঞানালয় আলোকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রায় সাতশ' বছর ধরে আলেকজান্দ্রিয়া ছিল সর্বজনীন জ্ঞান কোষাগার।

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী ও মিউজিয়ামের প্রথম দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন দার্শনিক এ্যারিস্টটল-এর ছাত্র ডেমোটিয়াস। এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, লাইব্রেরীর এত বাজেট ছিল যা দ্বারা পৃথিবীর সমগ্র বই সংগ্রহ করা যায়।

আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিসর, গ্রীক, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সে দেশসমূহে জগতজোড়া খ্যাতির অধিকারী সংস্কৃতিও গড়ে ওঠেছিল। মূলতঃ সংস্কৃতি শিক্ষারই পরোক্ষ ফসল। তবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করার উপায় নেই। তবে শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন লোকই পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভ করতে পারে না। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের প্রসার ঘটানো এবং সেই সঙ্গে অর্জিত জ্ঞানকে আজীবন সংরক্ষণ করার জন্যে প্রয়োজন পাশাপাশি আর একটি আনুষ্ঠানিক জ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা রাখা। এই ব্যবস্থাটির নামই লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। যা আপামর জনসাধারণের আজীবন জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান লাভ নিশ্চিত করার জন্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য পরিপূরক।

মনে রাখা প্রয়োজন, জীবনের সার্থকতা শুধুমাত্র ডিগ্রী লাভ আর পরীক্ষার কৃতিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একটা সহজ সরল স্বচ্ছ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন জাগতিক সমস্যার সম্মুখীন হবার প্রয়োজনীয় সহজ ও আনুষ্ঠানিক জ্ঞান, সমাজ-জগত জীবন সম্পর্কে একটা ন্যূনতম ধারণা জীবন ধারণের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য। পাঠ্য তালিকা ও শিক্ষা ব্যবস্থা যতই সর্বাঙ্গ সুন্দর হোক না কেন তার বাইরেও শিক্ষণীয় অনেক কিছুই থেকে যায়, আর তাই পরিপূরক হিসেবে পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ের অধ্যয়ন একান্তই প্রয়োজন। আর এ জন্যে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার পথ হবে আরও সুগম এবং প্রসারিত। সেই সঙ্গে হবে সমাজ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও ত্বরান্বিত। মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, জ্ঞান প্রসারের স্বাধীনতা এবং শিক্ষা বিস্তারের স্বাধীনতা-গণতান্ত্রিক সমাজের চেতনা হবে প্রতিষ্ঠিত ও জাগ্রত।

জ্ঞানকে বৃদ্ধির জন্যে গ্রন্থাগারই উত্তম স্থান। একটি জাতির জন্যে শিক্ষার যেমন কোন বিকল্প নেই, ঠিক তেমনি গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরীরও কোন বিকল্প নেই। শুধু সভ্যতাই নয়, শিক্ষার প্রসার। শিক্ষার বিকাশ, শিক্ষার মাধ্যমও হচ্ছে এই গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী।

গ্রন্থাগার হচ্ছে জ্ঞানের মহাসমুদ্রের মত। জ্ঞানের আধার বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য বই লাইব্রেরীতে থাকে পাশাপাশি। তাই জ্ঞান অর্জন করতে চায় লাইব্রেরী। জ্ঞানই মানুষকে সহনশীল হতে শেখায়। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের বইয়ের প্রশ্নের মধ্যেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

বিশ্বনন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'লাইব্রেরী' প্রবন্ধে বলেছেন, "হিমালয়ের মাথার ওপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন" তিনি আরও বলেছেন, যে 'লাইব্রেরী হল অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতু বন্ধনের মাধ্যম। তাই অজানাকে জানা আর অতীত ঐতিহ্যের সাথে বর্তমানের মানোন্নয়নের জন্যেতো প্রয়োজন আমাদের লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনার। অতএব, জ্ঞানের জন্যে গ্রন্থ আর গ্রন্থের জন্যে গ্রন্থাগার (লাইব্রেরী)' এ কথা অনস্বীকার্য। ব্যক্তিগত লাইব্রেরী যতই থাকুক না কেন গণ ব্যবহারযোগ্য সরকারী পর্যায়ে লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা বলেন, "লাইব্রেরী 'ইজ দি স্টোর অব নলেজ"।

জি এম এ হামিদ

বিদ্বান, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক, লেখক, সাধারণ জনগণ প্রত্যেকেরই গ্রন্থের প্রয়োজন। শিক্ষা অর্জন করতে হলে অবশ্যই গ্রন্থের সঙ্গে কথোপকথন করতে হবে, গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। তাই চাহিদা মোতাবেক বিচিত্র গ্রন্থ গ্রন্থাগারে সবার জন্যে সংরক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আধুনিক যুগে পাঠকের ব্যবহার ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করে (গ্রন্থাগারকে) লাইব্রেরীকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ (ক) জাতীয় গ্রন্থাগার, (খ) গণগ্রন্থাগার, (গ) একাডেমীক গ্রন্থাগার, (ঘ) বিশেষ গ্রন্থাগার। এছাড়াও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অনেকে গ্রন্থ সম্ভার গড়ে তোলেন, তাকে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক গ্রনতাগার বলা হয়।

লাইব্রেরী মানেই সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি দ্বারা পরিচালিত অজস্র পাঠ্যোপকরণের সংগ্রহ এবং তা থেকে প্রার্থিত তথ্যটি স্বল্প সময়ে প্রাপ্তির একটা তাৎক্ষণিক উৎস।